দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১ ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি : কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য

গত ১০-১২-৮৬ তারিখ দৈনিক সংবাদ-এ "৮ জন শিক্ষকের বিবৃতি : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন" শিরোনামে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির খবর এবং ৪-১-৮৭ তারিখ একই পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত "কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি" সম্পর্কে জনৈক শিক্ষকের লেখা পত্রের প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী উল্লেখিত শিক্ষকদের বিবৃতি সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির খবর ও পরবর্তী সময়ে জনৈক শিক্ষকের প্রকাশিত চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে তা যথার্থ ও সঠিক নয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, একই বিষয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বা কোটারীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সাবজেকটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন দেখাবে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেকটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেরূপ নাও দেখাতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দেশে বিরাজমান সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তার সংগে যেভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তা নিরপেক্ষ ওয়াকিবহাল মহলের প্রশংসাই কুড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের "আর্থিক দেউলিয়াপনা", "প্রশাসনিক নৈরাজ্য", "শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ", "আবাসিক সমস্যা" ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আকারে যে সকল বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে, বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলো অভিযোগের পর্যায়ে আসতে পারে না। প্রসংগতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন বছর ছয় পূর্বে দু' কোটি টাকার মত ব্যাংক ওভার ড্রাফটসহ অন্যূন সাড়ে তিন কোটি টাকার পুরনো বকেয়া দায় বা এরিয়ার লায়েবিলিটি নিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করে কী পরিস্থিতিতে এবং এ পর্যন্ত যে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের অজানা থাকার কথা নয়। অথচ, এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে সুপরামর্শ দান তো দূরের কথা, প্রশাসনের সঙ্গে অন্ততঃ অভিযোগ আকারে হলেও সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা না করেই মুদ্রিত প্রচারপত্র বিতরণ এবং পত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশ অত্যন্ত দুঃখজনক ও বিভ্রান্তিমূলক হয়েছে।

যাহোক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের পক্ষ থেকে তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে সুনির্দিষ্ট বিষয় বা স্পেসিফিক কেস থাকলে সে সব কেস উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক নির্দেশ এবং পরবর্তী সময়ে সিণ্ডিকেটের একটা অডিনারী অধিবেশনে দু'টি "সত্যানুসন্ধান কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,
দেওয়ান রাশীদুল হাসান,
পরিচালক,
জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।